জুমে সেশন ১ ভিডিও স্ক্রিপ্ট

তাদের বাধ্য হতে শেখাও।

জুমে ট্রেনিংয়ে স্বাগত. আর জুমে হলো- ছত্রাকের মতন- আমরা এগিয়ে চলব এবং উন্নতি করব যতক্ষণ না কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে.

শিষ্য আসলে কি?আর কিভাবেই বা বানানো যায়?

কিভাবে যিশুর অনুগামিকে আপনি ওনার আদেশ পালন করতে শেখাবেন?

কিভাবে একজন মানুষ যে সারাজীবন পৃথিবীর বন্দীদশায় কাটিয়েছে তাকে ঈশ্বরের রাজত্বে নাগরিক বানিয়ে তুলবেন?

শিষ্য শব্দের মানে হলো অনুগামী. তাহলে একজন শিষ্য হলো ঈশ্বরের অনুগামী.

যিশু বলেছেন - স্বর্গ এবং মর্তে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আমার আছে.

তাই ঈশ্বরের রাজত্বে, যিশু হলেন রাজা. আমরা হলাম তার প্রজা, তার ইচ্ছে পালন করেই চলি. ওনার শখ, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, দাবি এবং মূল্য হলো সবার ওপরে এবং সেরা.

ওনার কথাই হলো আইন. তাহলে রাজত্বের নিয়মটা কি? যিশু নিজের প্রজাদের কি করতে বলেছেন?

যিশু বলেছেন– ঈশ্বরকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো, আত্মা দিয়ে ভালোবাসো, ধ্যান জ্ঞান বানিয়ে নাও এবং নিজের শক্তি বানাও তাকে. যিশু বলেছেন– নিজের প্রতিবেশিকে নিজের মতন ভালোবাসো.

যিশু বলেছেন পুরোনো নিয়মে ঈশ্বরের আদেশ ছিল–সব নিয়মকানন এবং সব প্রবক্তাকে -দুটো বিভাগে ভাগ করা যায়–ঈশ্বরকে ভালোবাসো এবং মানুষকে ভালোবাসো.

যিশু বলেছেন - শিষ্য বানাও.

যিশু বলেছেন - আমি যা আদেশ দিয়েছে তা ওদের পালন করতে শেখাও.

যেহেতু শিষ্য বানানোর কাজে আপনাকে যিশুর আদেশও তাকে শেখাতে হবে তাই–নতুন নিয়মে এক কথাতেই বোঝানো যাবে– **শিষ্য বানাও.**

শিষ্য হলো যিশুর অনুগামী যে ঈশ্বরকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে এবং আরো শিষ্য বানায়.
তাহলে গির্জা কি?
আপনি হয়ত ভাবেন গির্জা মানে হলো একটা বিল্ডিং- একটা স্থান যেখানে আমরা যাই.

কিন্তু ঈশ্বরের কাছে গির্জা হলো একত্রিত হওয়ার স্থান- নিজের মানুষদের সাথে.

বাইবেলে গির্জা শব্দটি তিন রকম ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে–
--সর্বজনীন গির্জা–এতে প্রত্যেকটা মানুষ যারা ছিল আছে এবং আগামী দিনেও যিশুর অনুগামী থাকবে.

--শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জা–যেসব মানুষ যিশুর অনুগামী এবং যারা পৃথিবীর একটা প্রান্তে বাস করে.

--ঘরোয়া গির্জা–যেসব মানুষ যিশুর অনুগামী এবং একত্রিত হয় যেখানে একাধিক মানুষ বাস করে.

এক আধ্যাত্মিক পরিবার- যিশুর অনুগামী যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, মানুষকে ভালবাসে এবং শিষ্য বানায় এবং যারা একসঙ্গে স্থানীয় একজায়গায় একত্রিত হয় এই শেষ রকমের গির্জা বানাতে- ঘরোয়া গির্জা বা সাধারণ গির্জা.

যখন এরকম ছোট ছোট গির্জা একত্রিত হয়ে বড় কিছু বানায়, একসঙ্গে, তখনই কোনো শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জা স্থাপন হয়.

এইসব ছোট ছোট গির্জা একই এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠে এবং বাড়তে বাড়তে সর্বজনীন গির্জার রূপ নেয়.

এবং সেই চার্চের উচ্চারণ হয় বড় হাতের সি দিয়ে.

সাধারণ গির্জা হলো আধ্যাত্মিক পরিবার যাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো যিশু তাদের রাজা.

সাধারণ গির্জা হলো আধ্যাত্মিক পরিবার যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, অন্যকে ভালবাসে এবং শিষ্য বানিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে.
কিছু গির্জা বড় বড় বিল্ডিং, প্রোগ্রাম, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কর্মী থাকে.

কিন্তু সাধারণ গির্জার এসব জিনিসের প্রয়োজন পরেনা ঈশ্বরকে ভালবাসার জন্য, বা অন্যকে ভালবাসতে বা শিষ্যের সংখ্যা বাড়াতে.

আর যেহেতু এর চেয়ে বেশি কিছু গির্জাকে জটিল করে তোলে এবং সংখ্যা বাড়াতেও অসুবিধে হয়, তাই আমাদের ট্রেনিং বিল্ডিং, প্রোগ্রাম, আর্থিক ব্যবস্থা এবং কর্মীর ভার ছেড়ে দেয় শহুরে বা আঞ্চলিক গির্জার ওপর যা একাধিক সাধারণ গির্জা জুড়ে স্থাপন হয়েছে.

মনে রাখবেন জুমে মানে হলো ছত্রাক—একটা সহজ, এক কোষের প্রাণী যারা দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটায়.

জুমে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে- আমরা সেরকম ছত্রাক হয়ে উঠব- সহজ এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা.
কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি করার আগে - আমাদের জেনে নেওয়া উচিত যে ঈশ্বর কি পুনরুত্পাদন করতে চান.
তবে সংখ্যাবৃদ্ধি ভালো হলেও-সবসময় ভালো হয়না.

ক্যান্সার বেড়ে চলেছে. এবং এটা মারাত্মক.

তাহলে কিভাবে আমরা মৃত্যু না জীবনের উত্পাদন করব? আর কিভাবে আমরা নিশ্চিত হব যে আমরা শিষ্য বানাচ্ছি এবং সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছি?